Application Software
(Install & Uninstall process)

অটোমেটিক স্ক্রলের মাধ্যমে ই-বুক পড়া / রিড়ের জন্যঃ

আপনার ই-বুক বা pdf রিডারের Menu Bar এর View অপশনটি তে ক্লিক করে Auto /Automatically Scroll অপশনটি সিলেক্ট করুন (অথবা সরাসরি যেতে ⇨ Ctrl + Shift + H)। এবার ↑ up Arrow বা ↓ down Arrow তে ক্লিক করে আপনার পড়ার সুবিধা অনুসারে স্ক্রল স্পীড ঠিক করে নিন।

এপ্লিকেশন বা ব্যবহারীক সফটওয়ার (Application Softwares)

কমপিউটারকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন রকমের সফটওয়্যার প্রয়োজন হয়। যে সমস্ত সফটওয়্যারের দ্বারা কমিপউটারে বিভিন্ন ধরণের কাজ (যেমন চিঠি লেখা, হিসাব করা, তথ্য বিন্যাস করা, ছবি আকা, ড্রয়িং করা, ই-মেইল পাঠানো, ইত্যাদি) করা হয় তাকে এপ্লিকেশন বা ব্যবহারিক প্রোগ্রাম বলে। এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম দুই ধরনের -

প্যাকেজ প্রোগ্রাম (Package Programs)

কাষ্টমাইজড প্রোগ্রাম (Customized Programs)

প্যাকেজ প্রোগ্রাম - বিভিন্ন কাজের উপযোগী যে সমস্ত রেডীমেড সফটওয়্যার বাজারে পাওয়া যায় তাকে প্যাকেজ প্রোগ্রাম বলে। কাজের ধরন অনুযায়ী এই প্রোগ্রামগুলোকে নিম্ন প্রকারে শ্রেণীভুক্ত করা যায় :-

ওয়ার্ড প্রসেসের (Word Processors) -- এ ধরনের প্যাকেজ দিয়ে সাধারণতঃ একটি টাইপ রাইটারের কাজ দ্রুত, সহজে ও উন্নত ভাবে করা যায়। এ ধরণের প্যাকেজ দিয়ে লিপি লিখন, সম্পাদন ও ডকুমেন্টের গঠন নিয়ন্ত্রণ, লিপির আকার ও কারুকাজ নিয়ন্ত্রণ, লিপি সংরক্ষরণ ও কাগজে ডকুমেন্ট প্রিন্ট , ইত্যাদি করা হয়। যদিও কাজটা অনেকটা টাইপ রাইটারের মত তা হলেও একটা টাইপরাইটার থেকে এর তফাৎ অনেক। এই প্রোগ্রাম দিয়ে লেখার আকার ও আকৃতি ইচছামত পরিবর্তন করা সম্ভব এবং লেখার কোথাও ভুল থাকলে সহজেই তা মুছে পুনরায় লেখা যায়। সব চেয়ে বড় সুবিধা হচেছ লেখাকে সংরক্ষণ করে রাখা যায়। প্যাকেজ গুলোর মধ্যে কয়েকটি জনপ্রীয় প্রোগ্রাম হলো - মাইক্রোসফট ওয়ার্ড (MS Word), ওয়ার্ড পারফেক্ট (Word Perfect), লোটাস এমিপ্রো (Amipro) ইত্যাদি।

স্প্রেড শিট (Spreadsheet) -এই সব প্রোগ্রাম দ্বারা সহজে হিসার নিকাশ ও একাউন্টিং এর কাজ করা যায়। খাড়া স্তম্ভাকারে (যাকে Column বলে) সজ্জিত সারি সারি (যাকে Row বলে) ডাটা নিয়ে হিসাব নিকাশ করার জন্যই প্রধানতঃ স্প্রেডশীট প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ডাটা ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি চমৎকার লেখচিত্র (Graph) তৈরী করার ক্ষমতাও এ ধরনের প্যাকেজের উলেখ যোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ ধরণের প্যাকজের একটি বড় সুবিধা হলো কোন উপাত্ত পরিবর্তন করা হলে তার সংশিষ্ট

tanbircox.blogspot.com

অন্যান্য পরিবর্তন স্বয়ংক্রীয় ভাবেই হয়ে থাকে। প্যাকেজ গুলোর মধ্যে কয়েকটি জনপ্রীয় প্রোগ্রাম হলো :- এম এস এক্সেল (MS Excel) , লোটাস-১,২,৩ (Lotus 1-2-3); কুয়াট্রো প্রো (Quattro Pro), ভিসি ক্যালক VC Calc) ইত্যাদি।

ডাটা বেস (DataBase) - ডাটা বা তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষন এবং উপস্থাপনা করতে সে সমস্ত প্রোগ্রাম ব্যবহৃত হয় তাকে ডাটাবেজ প্রোগ্রাম বলে। বিশেষ গঠনে (কলাম ও রো আকারে) সজ্জিত বিপুল পরিমাণ ডাটা (যাকে ডাটা টেবিল) নিয়ে ডাটাবেস গঠিত। ডাটা বেসের উপাত্তকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহারের জন্য ডাটা ম্যানেজমেন্ট প্যাকেজ ব্যবহার করা হয়। বড় বড় কোমপানী অফিসে বিভিন্ন রেকর্ড সমুহকে বিভিন্ন আঙ্গিকে সাজানো, দ্রুত কোন রেকর্ডের অনুসন্ধান, নির্দিষ্ট রেকর্ডের জন্য বিশেষ আকারে কোন রিপোর্ট তৈরী ইত্যাদি ডাটা প্রসেসিং এর কাজে এই প্যাকেজ ব্যবহার করা হয়। অনেক প্রোগ্রামের ভীড়ে কয়েকটি জনপ্রীয় প্যাকেজ হলো- এমএস এক্সেস (MS Access), ডিবেস (dBase), প্যারাডক্স (Paradox), ফক্সপ্রো (FoxPro), (লোটাস এপ্রোস) Lotus Approach , ইত্যাদি।

গ্রাফিক্স (Graphics)t --বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন তৈরী, ছবি আঁকা, আর্কিটেক্সারাল ডিজাইন ও অন্যান্য পরিকল্পনার নকশা তৈরীর কাজে এধরণের প্যাকেজ ব্যবহৃত হয়। । শত শত প্রোমারের মধ্যে অন্যতম প্যাকেজ গুলো হলো- হারভার্ড গ্রাফিক্স (Harvard Graphics), এডোব ফটোশপ (Adobe Photoshop), এডোব ইলাষ্ট্রেটর (Adobe Illustrator) , কোরেল-ড্র (Corel draw) , কোয়ার্ক এক্সপ্রেস (Quark Express), ইত্যাদি।

ক্যাড (CAD – Computer Aided Design) হচেছ ত্রৈমাত্রিক গ্রাফিক্স যা সাধারনতঃ আর্কিটেক্সার ও ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে ব্যবহৃত হয়। অটোক্যাড (autoCAD), ম্যাথ ক্যাড (MathCAD), থ্রিডি স্টুডিও ম্যাক্স (3D Studio Max), ইত্যাদি এ ধরণের প্যাকেজের উদাহরণ।

ডেস্কটপ পাবলিশিং --(Desktop publishing)- কোন ডকুমেন্টকে কমপিউটারে লেখাকে আমরা কম্পোজ বলি আর সেই ডকুমেন্টকে প্রিন্টিং এর সময় যেমন দেখাবে ঠিক তেমন করে সাজানোর নাম ডেস্কটপ পাবলিশিং (সংক্ষেপে ডিটিপি)। প্রিটিং জগতে ইহাকে একটি বিপ্লব বলা যায়। এই সমস্ত প্যাকেজের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের টেক্স এবং গ্রাফিক্সের কাজ একই সাথে করা যায় । পত্র পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি প্রকাশনায় ইহা ব্যাপক ব্যবহৃত হচেছ। এই প্যাকেজের উদাহরণ হচেছ- পেজ মেকার (Page Maker), মাইক্রোসফট পাবলিশার (MS Publisher), প্রিন্টসপ (Priontshop), কোরেল ভেনঞ্চুরা (Core Ventura), কোয়ার্ক এক্সপ্রেস (Quark Express), কোরেল ড্র (Corel draw) ইত্যাদি ।

ইউলিটিজ (Utilities) প্রোগ্রাম - যে সমস্ত প্যাকেজ বিভিন্ন ধরণের কাজ করতে অপারেটিং সিষ্টেমকে সাহায্য করে এবং কমিপউটার রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামত করতে সাহায্য করে তাহাকে ইউলিটিজ বলে। যেমন-নরটন কমান্ডার ও ইউটিলিটি (Norton Utilities), এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম, উইন্ডোজ ইউটিলিটিজ (Windows Utilities), ইত্যাদি।

tanbircox.blogspot.com

সফটওয়্যার ইনষ্টল করা -Install & Uninstall Software

সফটওয়্যার আনইনষ্টল করা

অরফ্যান ফাইল বা এতিম ফাইল

সফটওয়্যার ছাড়া কম্পিউটার অচল। এর জন্য অপারেটিং সিস্টেম যেমন জরুরী তেমনী এপ্লিকেশন সফটওয়্যার। এক সময় ছিল (ডসের আমলে) যখন দুই একটি ফ্লপিতে একটি সফটওয়্যার ধরত (যেমন dbase-3) এবং সে গুলোকে ফ্লপিতেই চালানো যেত ; বড় জোর হার্ডডিস্কে কপি করে নিলেই হত। Exe ফাইল খুজে বের করে ক্লিক করলেই প্রোগ্রাম রান করত।

বর্তমানে এক একটি সফটওয়্যার শত শত মেগাবাইট জায়গা নেয়। যার ফলে সিডিতে করে বাজার জাত করা হয়। যেমন MS Office 2000 চারটি সিডিতে পাওয়া যায়। আর এই সমস্ত সফটওয়্যার হার্ডডিস্কে কপি করে নিলেই রান করানো যায় না বরং ইনষ্টল (Install) করতে হয়। এ জন্য সফটওয়্যার সিডি ও সিডি-রম ড্রাইভ থাকতে হবে। আমরা এখন বহুল ব্যবহৃত MS Office 97 কিভাবে ইনস্টল করতে হয় তা শিখব। আপনি যদি ইনষ্টল করার পদ্ধতিটা বুঝতে পারেন তবে যে কোন সফটওয়্যার ইনষ্টল করতে পারবেন। তার আগে বলে নেই, সফটওয়্যারটির লাইসেন্স নাম্বার সংগ্রহ করতে ভূলবেন না; আপনার ডেন্ডরের কাছ থেকে যা অবশ্যই জেনে এবং লিখে নিবেন। অনকে সময় সিডির নাম্বারটি সিডির উপরেই নাম্বার লেখা থাকে অথবা কোন ফাইলে (সাধারণত Serial.txt) তা লেখা থাকে।

ইনষ্টল করার পদ্ধতি -

১. সিডিটি সিডি-রমে ঢুকিয়ে দিন। আজকাল অধিকাংশ সফটওয়্যারই অটোরান করে। যদি আপনার সফটওয়্যারটি অটোরান টাইপের হয় তবে কিছুক্ষনের মধ্যেই স্ক্রীন জুড়ে একটি উইন্ডো দেখা যাবে, যাতে এই সিডির অধীন সব ফোল্ডার ও ফাইল দেখা যাবে। যদি অটোরান না হয় তবে উইন্ডো এক্সপ্লোরার থেকে সিডিরম ড্রাইভটি সিলেক্ট করুন তা হলে ডান পার্শ্বের উইন্ডোতে ঐ ফাইল ও ফোল্ডার গুলি দেখা যাবে। উভয় ক্ষেত্রে (প্রয়োজন হলে স্কল করে) Setup ফাইলটি খুজে বের করুন এবং সেটআপ আইকোনের উপর ডাবল ক্লিক করুন।

২. কিছুক্ষনের মধ্যেই পর্দা জুড়ে Microsoft Office 97 Setup উইন্ডো দেখা যাবে। Continue বাটনে ক্লিক করুন এবং পরে OK বাটন ক্লিক করুন। নতুন ডায়ালগ বক্সে Name এর ঘরে আপনার নাম টাইপ করুন এবং Organization এর ঘরে আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম বা যা কিছু লিখুন এবং OK বাটন ক্লিক করুন। আবার OK বাটন ক্লিক করুন। একটি ডায়ালগ বক্সে License No . লিখতে হবে - আপনি 1112-11111111 টাইপ করুন (কারন ইহাই সিরিয়াল নং) এবং OK বাটন ক্লিক করুন । Folder অপশনে ডিফল্ট পাথ হিসাবে C:\Program Files\Microsoft Office লেখা থাকে । আপনি যদি অন্য ড্রাইভ বা ফোল্ডারে ইনষ্টল করতে চান তবে Change Folder বাটন ক্লিক করে তা পরিবর্তন করা যাবে (এ ব্যাপারে আমরা পরে আলোচনা করছি)। আমরা ডিফল্ট ফোল্ডারে ইনষ্টল করব বলে OK বাটন ক্লিক করব।

৩. Typical Setup- নতুন ডায়ালগ বক্স আসবে যাতে তিনটি অপশন থাকবে (Typical, Custom এবং Run from CD); আপনি Typical আইকনে ক্লিক করুন। মাইক্রোসফট অফিস সেটআপ ডায়ালগ বক্সে C:\ Program File\ Microsoft Office ডিফল্ট-ফোল্ডারে ফাইল কপি হতে থাকবে এবং কত পারসেন্ট কপি হচেছ তার প্রগ্রেস দেখাতে থাকবে। Setup নামক ডায়ালগ বক্সে কিছু বার্তা দেখা দিতে পারে; সেক্ষেত্রে OK ক্লিক করুন। Setup is updating your System বার্তা দেখা যাবে এবং শেষে Setup is completed successfully বার্তা দেখা যাবে। OK ক্লিক করুন।

৪) আপনি যদি অন্য নামে বা C:\ ড্রাইভে যথেষ্ট জায়গা না থাকার কারণে অন্য ড্রাইভে সেটআপ করতে চান তবে Change Folder বাটন ক্লিক করুন এবং Change Folder উইন্ডোতে পাথ টেক্স বক্সে ড্রাইভার এবং নতুন ফোল্ডারের নাম লিখুন (আমরা D:\ Microsoft Office 97 নাম লিখব) । OK ক্লিক করুন; আবার OK ক্লিক করুন (নতুন নামে ফোল্ডার তৈরী করার জন্য)। অবশিষ্ট কাজের জন্য ৩ নং ধাপ অনুসরন করতে হবে।

৫) Custom সেটআপ করা - Custom বাটন সিলেক্ট করলে MS Office 97 Custom নামে ডায়ালগ বক্সে অফিসের অর্ন্তগত সব প্রোগ্রামের লিষ্ট দেখতে পারেন। এছাড়া প্রত্যেক বামে যে চেক বক্স আছে তাতে ক্লিক করে সিলেক্ট অথবা ডিসিলেক্ট করতে পারবেন। আপনি যদি না চান এবং যদি ইন্টারনেট সংযোগ না থাকে, তবে Microsoft Outlook, Microsoft Binder, Web publishing ইত্যাদি প্রোগ্রাম বাদ দিতে পারেন (যদি আপনার ড্রাইভে জায়গা বাচাতে চান)। যে কোন অপশন (যেমন, Office Tool অপশন) সিলেক্ট করে Change Option বাটনে ক্লিক করলে এর অধীনে অনেক অপশনের মধ্যে কোনটি বাদ দিতে পারেন আবার কোনটি যোগও করতে পারেন। যেমন, MS Office Short Cut Bar, Microsoft Photo Editor ইত্যাদি যোগ করা ভাল। তারপর Continue বাটন ক্লিক করুন। ফাইল কপি হবার প্রগ্রেস দেখা যাবে এবং শেষে Restart windows ডায়ালগ বক্সে Restart window ক্লিক করুন।

৬. Reinstall করা- যদি মাইক্রোসফট অফিস পূর্বে থেকে ইনষ্টল করা থাকে তবে সেটআপ আইকোনে ডাবল ক্লিক করলেও মাইক্রোসফট অফিস ৯৭ সেটআপ ডায়ালগ বক্স আসবে যাতে ৪টি অপশন থাকে Add/Remove; Reinstall; Remove All ; Online registration.| Reinstall বাটন ক্লিক করুন; কিছুক্ষন পর আর একটি উইন্ডোতে সিডি থেকে ফাইল কপি হবার প্রোগ্রেস দেখা যাবে এবং ১০০% কমপ্লিট হবার পর আর একটি উইন্ডোতে বার্তা দেখাবে যে Microsoft Office 97 setup was complete . OK বাটন ক্লিক করুন।

৭. Remove all- ৬নং ধাপে Remove all বাটন ক্লিক করলে পূর্বে ইনষ্টল কৃত সমস্ত প্রোগ্রাম মুছে যাবে। সতর্ক বানী আসবে যে সত্যিই কি আপনি মাইক্রোসফট অফিস মুছে ফেলতে চান ; Yes বাটস ক্লিক করুন। কিছুক্ষন পরে Removing File নামক ডায়ালগ বক্সে ফাইল রিমুভ করার প্রোগ্রেস দেখাবে এবং অন্য একটি ডায়ালগ বক্সে বার্তা দেখাবে যে Microsoft Office 97 setup was complete . OK বাটন ক্লিক করুন। Start® Program সিলেক্ট করলে দেখতে পাবেন সমস্ত প্রোগ্রাম হারিয়ে গেছে।

৮. Add/Remove Programs- আপনি জানেন যে মাইক্রোসফট অফিস হচেছ অনেক গুলো প্রোগ্রামের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্যাকেজ প্রোগ্রাম। আপনি যখন Typical সেটআপ করেন তখন অনেকগুলি প্রোগ্রাম ইনষ্টল হয় না (†hgb-Microsoft Office Shortcut Bar, MS Photo Editor) আবার এমন কতগুলি প্রোগ্রাম ইনষ্টল হয় যা আপনার দরকার নাই (যেমন Microsoft outlook, Microsoft Binder, web publishing ইত্যাদি)। তাই আপনি চাইলে Add/Remove Program উইজার্ড দিয়ে আপনার প্রয়োজন মত প্রোগ্রাম লোড করতে পারেন। সেজন্য আপনাকে পুনরায় সিডি থেকে Setup চালাতে হবে, অলপক্ষনের মধ্যে Microsoft Office Setup উইন্ডো পর্দায় আসবে , যাতে চারটি অপশন থাকে। Add/ Remove Program বাটন ক্লিক

tanbircox.blogspot.com

করুন। MS Office 97 Custom নামে ডায়ালগ বক্সে অফিসের অর্ন্তগত সব প্রোগ্রামের লিষ্ট দেখতে পারেন। এছাড়া প্রত্যেক আইটেমের বামে যে চেক বক্স আছে তাতে ক্লিক করে সিলেক্ট অথবা ডিসিলেক্ট করতে পারবেন। আপনি যদি না চান এবং যদি ইন্টারনেট সংযোগ না থাকে, তবে Microsoft Outlook, Microsoft Binder, Web publishing ইত্যাদি প্রোগ্রাম বাদ দিতে পারেন (যদি আপনার ড্রাইভে জায়গা বাচাতে চান)। যে কোন অপশন (যেমন, Office Tool অপশন) সিলেক্ট করে Change Option বাটনে ক্লিক করলে এর অধীনে অনেক অপশনের মধ্যে কোনটি বাদ দিতে পারেন, আবার কোনটি যোগও করতে পারেন। যেমন, MS Office Short Cut Bar, Microsoft Photo Editor ইত্যাদি যোগ করা ভাল। তারপর Continue বাটন ক্লিক করুন। ফাইল কপি হবার প্রগ্রেস দেখা যাবে এবং শেষে Restart windows ডায়ালগ বক্সে Restart window ক্লিক করুন। আপনার সেটআপ শেষ হলো।

সফটওয়্যার আন-ইনষ্টল করা-

কোন সফটওয়্যার হার্ডডিস্ক থেকে মুছে ফেলে দিতে চাইলে দুই ভাবে তা করা যায় -

১. Window Explorer থেকে উক্ত ফোল্ডারটি (যেমন C:\ MS Office 97) সিলেক্ট করে Delete বাটন চাপলে ফাইলগুলো Remove হয়ে Recycle Bin এ চলে যাবে। কিন্তু তাতে প্রোগ্রামটির সমস্ত ফাইল মুছবে না এবং অনেক Orphan (বা এতিম) ফাইল তৈরী হবে। অরফ্যান ফাইল হচ্ছে ঐ সমস্ত ফাইল যা কোন প্রোগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত নয় - অযথা আপনার ডিস্কে জায়গা জুড়ে থাকবে। কেননা যখন কোন সফটওয়্যার ইনষ্টল করা হয় তখন এর অধীনস্থ ফাইল গুলো বিভিন্ন ফোল্ডারে (যেমন Program Files, Windows/System, Shared Files ইত্যাদিতে) কপি হয়। সুতরাং যদি মেইন ফোল্ডার মুছে ফেলা হয়, তবে ঐ ফোল্ডারের অধীনস্থ ফাইল গুলি মুছলেও অন্যান্য ফোল্ডারে ফাইল গুলি রয়েই যায় (যাকে অরফ্যান ফাইল বলে)। তাছাড়া ও Start এবং Programs মেনুতে যে সব আইটেম থাকে সেগুলো ম্যানুয়ালি মুছতে হবে।

২. Control Panel এর Add/Remove program আইটেম থেকে প্রোগ্রাম রিমুভ করা - এই ভাবে আন-ইনষ্টল করলে সব ফাইল রিমুভ করা সম্ভব; এমনকি Start মেনুর অন্তগত আইটেমগুলিও মুছে যাবে। Start® Setting® Control Panel থেকে Add/ Remove Program আইকোন ডাবল ক্লিক করুন। Add/ Remove Program ডায়ালগ বক্সে Install/Uninstall ট্যাব সিলেক্ট করুন; নিচে লিষ্ট বক্সে আপনার কম্পিউটারে ইনষ্টল করা সব প্রোগ্রামের নাম দেখা যাবে। যে প্রোগ্রামটি রিমুভ করতে চান তা সিলেক্ট করুন এবং Add/ Remove বাটন ক্লিক করুন। Confirm File deletion ডায়ালগ বক্স থেকে Yes বাটন ক্লিক করুন। Uninstall Shield নামে বক্স দেখা যাবে এবং পরে Remove Program from your computer উইন্ডোতে প্রোগ্রাম রিমুভ করার প্রগ্রেস দেখা যাবে । আনইনষ্টল শেষ হলে OK বাটন ক্লিক করুন। প্রোগ্রাম ভেদে আনইনষ্টল উইন্ডো অন্য ধরনের হতে পারে - যেমন Norton antivirus -এর ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম রিমুভ শেষে Done বাটন চাপতে হবে। আপনি যদি প্রোগ্রাম ম্যানেজারে কোন হস্তক্ষেপ করে থাকেন (যেমন, নাম বদলিয়ে থাকেন অথবা মেনুর অন্যখানে সরিয়ে থাকেন) তবে তা ম্যানুয়ালী রিমুভ করতে হবে।

অফিস স্যুইট (Office Suite)

অফিস স্যুইট কি ? ইহা এক ধরনের প্যাকেজ প্রোগ্রাম। ব্যবসায়ীক কাজে ব্যবহৃত হয় এমন কতকগুলি প্রোগাম নিয়ে অফিস স্যুইট সমূহ গঠিত। ওয়ার্ড প্রসেসর, স্প্রেডশীট এবং ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত এপ্লিকেশন দিয়ে অফিস স্যুইট সমূহ ব্যবহারকারীকে নিশ্চিত করছে যে তারা অত্যন্ত সহজ ও অপরিহার্য কিছু সফটওয়্যার পাচ্ছে। এর ফলে ব্যবহারকারীদের ভিন্ন ভিন্ন সফটওয়্যার কেনার প্রয়োজন হচেছ না। শুধু তাই নয়, অফিস স্যুইট যে একান্তই ব্যবহারকারীর উপযোগী সে ব্যাপারেও বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

tanbircox.blogspot.com

গত কয়েক বছর মাইক্রোসফট অফিস (MS Office), লোটাস স্মার্টস্যুইট (Lotus Smartsuite) , ওয়ার্ডপারফেক্ট অফিস (WorPerfect Office), প্রভৃতি অফিস স্যুইটকে ডেভেলপ করা হয়েছে ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী। ইতিমধ্যে মাইক্রোসফট অফিস বাজারে অধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছে ; শুধুমাত্র মাইক্রোসফট অফিস স্যুইট পিসির সাথে বান্ডেল আকারে বাজারজাত করণের কারণে। পক্ষান্তরে, অপর দুটি অফিস স্যুইটেও রয়েছে অন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা। আর এ সুযোগ-সুবিধা প্রত্যেকটি এপ্লিকেশনেই ভিন্ন ভিন্ন।

মাইক্রোসফট অফিস যে সমস্ত প্রোগ্রাম নিয়ে গঠিত তা হলো -

1. এমএস ওয়ার্ড (ওয়ার্ড প্রসেসর)
2. এমএস এক্সেস (স্প্রেডসীট)
3. এমএস পাওয়ার পয়েন্ট (প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রাম)
4. এমএস এক্সেল (ডেটাবেজ)
5. এমএস আউটলুক (পার্সোনাল ইনফো ম্যানেজমেন্ট)
6. এমএস বাইনডার
7. ফ্রন্ট পেজ (ওয়েব পেজ ডিজাইনার)

লোটাস স্মার্টস্যুইট যে সমস্ত প্রোগ্রাম নিয়ে গঠিত তা হলো -

1. ওয়ার্ড প্রো (ওয়ার্ড প্রসেসর)
2. লোটাস ১-২-৩(স্প্রেডসীট)
3. লোটাস এপ্রোচ (ডেটাবেজ)
4. ফ্রিল্যান্স গ্রাফিক্স (প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রাম)
5. লোটাস অর্গানাইজার (পার্সোনাল ইনফো ম্যানেজমেন্ট)
6. ফাস্ট সুইট (ওয়েব ব্রাউজার)
7. আইবিএম ভায়া ভয়েস (ভয়েস রিকগনিশন)

স্টার অফিস যে সমস্ত প্রোগ্রাম নিয়ে গঠিত তা হলো -

1. স্টার রাইটার (ওয়ার্ড প্রসেসর)
2. স্টার ক্যালক(স্প্রেডসীট)
3. স্টার বেজ (ডেটাবেজ)
4. স্টার ইমপ্রেস (প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রাম)
5. স্টার সিডিউল (পার্সোনাল ইনফো ম্যানেজমেন্ট)

ওয়ার্ড পারফেক্ট অফিস যে সমস্ত প্রোগ্রাম নিয়ে গঠিত তা হলো -

1. ওয়ার্ড পারফেক্ট(ওয়ার্ড প্রসেসর)
2. কোয়াট্রো প্রো(স্প্রেডসীট)
3. প্যারাডক্স(ডেটাবেজ)
4. কোরেল প্রেজেনটেশন(প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রাম)
5. কোরেল সেন্ট্রাল (পার্সোনাল ইনফো ম্যানেজমেন্ট)

tanbircox.blogspot.com

6. ট্রিলিক্স /নেটপারফেক্ট(ওয়েব ব্রাউজার)
7. ড্রাগন ন্যাচারালী স্পীকিং (ভয়েস রিকগনিশন)

ডেস্কটপ পাবলিশিং (Desktop Publishing)

কোন ডকুমেন্টকে কমপিউটারে লেখাকে আমরা কম্পোজ বলি আর সেই ডকুমেন্টকে প্রিন্টিং এর সময় যেমন দেখাবে ঠিক তেমন করে সাজানোর নাম ডেস্কটপ পাবলিশিং (সংক্ষেপে ডিটিপি)। প্রিন্টিং জগতে ইহাকে একটি বিপ্লব বলা যায়। এই সমস্ত প্যাকেজের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের টেক্স এবং গ্রাফিক্সের কাজ একই সাথে করা যায় । পত্র পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি প্রকাশনায় ইহা ব্যাপক ব্যবহৃত হচেছ। গ্রাফিক্স ও ডিজাইনের ক্ষেত্রে ডেস্কটপ পাবলিশিং অসম্ভব দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হচেছ ।

ডিপিটির প্রচলন কিভাবে ?

এডলাস করপোরেশনের পল ব্রেইনার্ড প্রথম ডেস্কটপ পাবলিশিং নামের এই শব্দটি প্রচলন করেন। ডেস্কটপ পাবলিশিংয়ের ক্ষেত্রে ১৯৮৪ সালটি ল্যান্ডমার্ক বছর হিসেবে পরিগণিত হয় । এপল কোম্পানি প্রথম কমার্শিয়াল লেজার প্রিন্টার উন্মেচন করেন আমেরিকান মার্কেটে। এডোবি সিস্টেম (Post Script) ফন্ট আবিষ্কারের মাধ্যমে নতুন এক ধারণার জন্ম দেয় - তা হলো আপনি যা দেখছেন তাই পাবেন বা What you see is what you get সংক্ষেপে WYSIWYG| এর তাৎপর্য হলো যা আপনি কম্পিউটার স্ক্রীনে যেমন দেখবেন প্রিন্ট আউটপুটও তাই হবে । এর পর গ্রাফিক্স ক্ষমতা নিয়ে আসে এপলের ম্যাকিন্টস (Macintosh) ।

৮৪ থেকে ৯০ দশক পুরোটাতে পাবলিশিং সফটওয়্যার তৈরির জন্য সফটওয়্যার ডিজাইনারদের মডেল ছিলো ম্যাকিন্টস। এর আগে অনেক ব্যর্থ চেষ্টার পর মাইক্রোসফট তার উইন্ডোজ নিয়ে কমপিউটার জগতে আবির্ভাব হলো। উইন্ডোজও ডেস্কটপ পাবলিশিংয়ে ভালো গুরুত্ব স্থাপন করে। উইন্ডোজ ওএস ভিত্তিক পেইজমেকার, এডব ফটোশপ, কোয়ার্ক এক্সপ্রেস, এডব ইলাস্ট্রেটর , কোরেল ড্র ইত্যাদি সব সফটওয়্যার ডিটিপি জগতের অপ্রতিরোধ্য নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায় খুব দ্রুতই।

ডিটিপির প্রকারভেদ -

ডিটিপি বলতে সহজ অর্থে বোঝায় ডকুমেন্ট কম্পোজ করা, চার্ট, গ্রাফিক্স ইত্যাদি এলিমেন্টকে টেক্সটের সাথে কম্পোজ করা এবং লেজার প্রিন্টারে আউটপুট নেওয়া। লেজার প্রিন্টারের আউটপুট অফসেট প্রিন্টারের মূল প্রোডাকশনের প্রায় কাছাকছি রেজাল্ট প্রদান করে থাকে। প্রিন্টিং এর আগের মোটামুটি সব কাজই এখন কম্পিউটার এবং প্রিন্টার নিয়ে নিয়েছে । এর সাথে অবশ্যই রয়েছে ডিটিপি সফটওয়্যার ও কিছু হার্ডওয়্যার যেমন স্ক্যানার এবং ডিজিটাল ক্যামেরা।

বর্তমানে ডিটিপির জন্য ব্যবহৃত হচেছ ইমেজ সেটার মেশিন (Image setter Machine)। লেজার প্রিন্টার থেকে ইহার প্রধান পার্থক্য হলো যে ইমেজ সেটার মেশিন সরাসরি ফটোগ্রাফিক ফিল্মের ওপর হাইরেজুলেশন প্রিন্ট প্রদান করে থাকে। কাজের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে বর্তমানে তিন রকম পাবলিশিং প্রচলিত ;-

1. হোম পাবলিশিং (Home Publishing) - যাকে Soho বা Small office home office নামেও ডাকা হয়ে থাক। হোম পাবলিশিংয়ের ক্ষেত্রে একজনের ক্রিয়েটিভ আউটপুট একটি ইঙ্কজেট বা সর্বোচচ লেজার প্রিন্টার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে । এছাড়া হোম অফিসের ক্ষেত্রে ছোটখাট অফসেট মেশিন থাকতে পারে।

tanbircox.blogspot.com

2. প্রফেসনাল পাবলিশিং - কমপিউটার, ড্রাম, স্ক্যানার থেকে শুরু করে ছাপাখানা পর্যন্ত যার বিস্তৃতি।
3. ওয়েব পাবলিশিং - প্রাথমিক পর্য্যায়ে ইন্টারনেট সুবিধা সহ কম্পিউটার থাকলেই চলবে ।

নিম্মে ডেস্কটপ পাবলিশিংয়ে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি সফটওয়ার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো -

1. ফটোশপ ৭ (Photoshop 7) - এডবের এই সফটওয়্যারটি নিঃসন্দেহে সেরা প্রোফেশনাল টুডি পেইন্ট সফটওয়্যার। হিস্টোরী পালেট, ওয়াইড রেঞ্জের একশন, ইম্প্রভড কালার ম্যানেজমেন্ট এবং মাল্টি প্রসেসর সাপোর্ট , সফটওয়্যারটিকে সেরা ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড সফটওয়্যারে পরিণত করেছে। যেকোনো ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে ফটোশপ অনস্বীকার্য্য।
2. ফটোপেইন্ট প্লাস (Photopaint plus) - কোরেল ড্রর সাথে যে স্ট্রান্ডার্ড ফটোপেইন্টটি আসে এটি তার আপগ্রেড ভার্সন। এটি একটি অসাধারণ এপ্লিকেশন যা প্রায় ফটোশপকে টেক্কা দিতে সক্ষম। তবে এডবের মতো ফটোপেইন্ট বিশ্বব্যাপী ততোটা জনপ্রিয়তা পায়নি।
3. পেইন্টার ৫.৫ ওয়েব এডিশন (Painter Web Edition) - কম্পিউটারর্স আনলিমিটেড কোম্পানির পেইন্টার সেরা ন্যাচারাল মিডিয়া গ্রাফিক্স টুলস। পেইন্টার ৫ এর মাইনর ভার্সন পেইন্টার ওয়েব এডিশন যা ওয়েব ডিজাইনারদের জন্য খুবই কার্যকর। এটি ফটোশপ এর লেয়ারের সাথে কম্প্যাটিবল। যারা ন্যাচারাল ব্রাশ স্ট্রোক, অয়েল ব্রাশ ইত্যাদির এফেক্ট নিয়ে কাজ করা পছন্দ করেন তাদের জন্য পেইন্টার একটি অপূর্ব পছন্দ।
4. কোয়ার্ক এক্সপ্রেস (Quark Express) - গ্রাফিক্স ডিজাইন ও পেইজ লেআউটের সফটওয়্যার হিসাবে ডিটিপি মার্কেটে প্রথম স্থানের অধিকারি সফটওয়্যার। ইহাকে বলা যায় প্রধান অর্গানাইজিং সফটওয়্যার । বাজারে এর চতুর্থ ভার্সনটি অধিক ব্যবহার হয়ে থাকে।
5. এডোবি ইনডিজাইন (Adobe Indesign) - যথেষ্ট ইম্প্রুভমেন্ট এবং এনহ্যান্সমেন্ট নিয়ে এবং কোয়ার্কের একচছত্র আধিপত্যকে খর্ব করতে এই সফটওয়ার রিলিজ পেয়েছে। এর প্রোগ্রাম আর্কিটেকচার প্রচুর এডভান্সড। ধারনা করা হচেছ ডিটিপির কোয়ার্কের বাজারকে খুব শীঘ্রই এডোবি ইনডিজাইন তার কোয়ালিটির মাধ্যমে দখল করে নেবে।

tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 📖:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

ইন্টারনেট হতে সংগ্রহীত

প্রয়োজনীয় বাংলা বই ফ্রী ডাউনলোড করতে চাইলে নিচের লিংক গুলো দেখতে পারেনঃ

☆ http://techtunes.com.bd/tuner/tanbir_cox

☆ http://tunerpage.com/archives/author/tanbir_cox

☆ http://somewhereinblog.net/tanbircox

☆ http://pchelplinebd.com/archives/author/tanbir_cox

☆ http://prothom-aloblog.com/blog/tanbir_cox

Tanbir Ahmad Razib

Mobile No:→ 01738 -359 555

E-Mail: → tanbir.cox@gmail.com

Facebook: → http://facebook.com/tanbir.cox

e-books Page: → http://facebook.com/tanbir.ebooks

Web Site : → http://tanbircox.blogspot.com

tanbircox.blogspot.com

I share new interesting & Useful Bangla e-books(pdf) everyday on my facebook page & website .

Keep on eye always on my facebook page & website & update ur knowledge .

If You think my e-books are useful , then please share & Distribute my e-book on Your facebook & personal blog .

Want more Updates 📖:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

My DVD Collection 4 U

Complete Solution of your Computer

আপনি যেহেতু এই লেখা পড়ছেন , তাই আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারে অভিজ্ঞ ,কাজেই কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় বিষয় গুলো সম্পর্কে ভালো খারাপ বিবেচনা করারা ক্ষমতা অবশ্যই আছে ...

তাই আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ " আপনারা সামান্য একটু সময় ব্যয় করে ,শুধু এক বার নিচের লিংকে ক্লিক করে এই DVD গুলোর মধ্যে অবস্থিত বই ও সফটওয়্যার এর নাম সমূহের উপর চোখ বুলিয়ে নিন।"তাহলেই বুঝে যবেন কেন এই DVD গুলো আপনার কালেকশনে রাখা দরকার!আপনার আজকের এই ব্যয়কৃত সামান্য সময় ভবিষ্যতে আপনার অনেক কষ্ট লাঘব করবে ও আপনার অনেকে সময় বাঁচিয়ে দিবে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুনঃ- "বিভিন্ন ক্যাটাগরির এই DVD গুলোর মধ্যে দেওয়া বাংলা ও ইংলিশ বই , সফটওয়্যার ও টিউটোরিয়াল এর কালেকশন দেখে আপনি হতবাক হয়ে যাবেন !"

আপনি যদি বর্তমানে কম্পিউটার ব্যবহার করেন ও ভবিষ্যতেও কম্পিউটার সাথে যুক্ত থাকবেন তাহলে এই ডিভিডি গুলো আপনার অবশ্যই আপনার কালেকশনে রাখা দরকার..... কারনঃ

☆ এই ডিভিডি গুলো কোন দোকানে পাবেন না আর ইন্টারনেটেও এতো ইম্পরট্যান্ট কালেকশন একসাথে পাবেন বলে মনে হয় না।তাছাড়া এত বড় সাইজের ফাইল নেট থেকে নামানো খুবই কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।এছাড়া আপনি যেই ফাইলটা নামাবেন তা ফুল ভার্সন নাও হতে পারে ..

☆ এই ডিভিডি গুলো আপনার কালেকশনে থাকলে আপনাকে আর কোন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের কাছে গিয়ে টাকার বিনিময়ে বা বন্ধুত্বের খাতিরে "ভাই একটু হেল্প করুন" বলে অন্যকে বিরক্ত করা লাগবে না ... ও নিজেকেও হয়রানি হতে হবে না ।

☆ এই ডিভিডি গুলোর মধ্যে অবস্থিত আমার করা ৩০০ টা বাংলা ই-বুক (pdf) ও ছোট সাইজের প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার আপনাদের জন্য বিনামূল্যে আমার সাইটে শেয়ার করে দিয়েছি । কিন্তু প্রয়োজনীয় বড় সাইজের বই, টিটোরিয়াল ও ফুল ভার্সন সফটওয়্যার গুলো শেয়ার সাইট গুলোর সীমাবদ্ধতা ও ইন্টারনেটের স্লো আপলোড গতির জন্য শেয়ার করতে পারলাম না । তাছাড়া এই বড় ফাইল গুলো ডাউনলোড করতে গেলে আপনার ইন্টারনেট প্যাকেজের অনেক জিবি খরচ করতে হবে ... যেখানে ১ জিবি প্যাকেজ জন্য সর্বনিম্ন ৩৫০ টাকা তো খরচ হবে , এর সাথে সময় ও ইন্টারনেট গতিরও একটা ব্যাপার আছে। এই সব বিষয় চিন্তা করে আপনাদের জন্য এই ডিভিডি প্যাকেজ চালু করেছি ...

মোট কথা আপনাদের কম্পিউটারের বিভিন্ন সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান ও কম্পিউটারের জন্য প্রয়োজনীয় সব বই, সফটওয়্যার ও টিউটোরিয়াল এর সার্বিক সাপোর্ট দিতে আমার খুব কার্যকর একটা উদ্যোগ হচ্ছে এই ডিভিডি প্যাকেজ গুলো ...

আমার ডিভিডি প্যাকেজ গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নিচের লিংকে ক্লিক করুনঃ

All DVD Collection [At a Glance]: এই ডিভিডি গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে ধারনা লাভ করার জন্য ... শুধু একবার চোখ বুলান
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/My-DVD-Collection-4-U.html

E-Education: [মোট দুইটা ডিভিডি , সাইজ ৯ জিবি] আপনার শিক্ষাজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব বাংলা বই ও সফটওয়্যার
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/04/Complete-Solution-of-your-Education.html

Genuine Windows Collection: [মোট তিনটা ডিভিডি, সাইজ ১৩.৫ জিবি]Genuine Windows XP Service Pack 3 , Windows 7 -64 & 32 bit & Driver Pack Solution 13 এর সাথে রয়েছে উইন্ডোজের জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা বই ও সফটওয়্যার
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Genuine-Windows-Collection.html

Office & Documents: All MS Office, documents ,pdf reader & Pdf edit Software এবং প্রয়োজনীয় সব বাংলা বই। যে কোন ধরনের ডকুমেন্ট এডিট , কনভার্ট ও ডিজাইন করার জন্য এই ডিভিডি টি যথেষ্ট , এই ডিভিডি পেলে অফিস ও ডকুমেন্ট সম্পর্কিত যে কোন কাজে অসাধ্য বলে কিছু থাকবে না... আপনার অফিসিয়াল কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারের সম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ী সমাধান...
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/office-documents-soft-dvd.html

All Design , Graphics & Photo Edit Soft: [হয়ে যান সেরা ডিজাইনার]ডিজাইন ,গ্রাফিক্স ও ছবি এডিট সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সব বাংলা ও ইংলিশ ই-বুক ,টিউটোরিয়াল ও ফুল ভার্সন সফটওয়্যার।ভালো ও এক্সপার্ট ডিজাইনার হওয়ার জন্য এর বাইরে আর কিছুই লাগবে না
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Design-and-Graphics-Software.html

All Internet & Web programming Software: প্রয়োজনীয় সব বাংলা ও ইংলিশ ই-বুক ,টিউটোরিয়াল ও ফুল ভার্সন সফটওয়্যার।
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Internet-And-Web-programming-Software.html

All Multimedia & Windows Style Software: A2Z Audio & Video player , Edito & converter . CD, DVD edit ও উইন্ডোজ কে সুন্দর দেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব ফুল ভার্সন সফটওয়্যার।
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Multimedia-And-Windows-Style-Software.html

5000+ Mobile Applications & games:
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/mobile-software-hardware-dvd-5000.html

3000 +Bangla e-books Collection of best bd Writer:
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/A2Z-Bangla-ebooks-Collection.html

facebook :: - www.facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:- http://tanbircox.blogspot.com